Course Module
4th Semester
Programme Course
Sub : History (Progg CC-IV)
Teacher : Nilendu Biswas

Topic: Geographical discovered and Feudal System

প্রশ্ন) কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের তাৎপর্য কি ছিল ?
উত্তর= ১৪৫৩ খ্রী ঃ অটোমান তুর্কিদের হাতে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে এক হাজার বছরের প্রাচীন বাইজানটিয়াম সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতির অবসান ঘটে ও অবাধে চলেছিল লুন্ঠন ।এর পাশাপাশি শক্তিশালী ও কার্যকরী প্রশাসন এবং পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার বাতাবরন সৃষ্টি হয়েছিল ।

প্রশ্ন) কনস্ট্যান্টিনোপলের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্বের কারন কি ছিল ?
উত্তর= ৪৭৬ খ্রী ঃ জার্মান সেনাপতি অডোডেকারের আক্রমনে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও কনস্ট্যান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টিকে ছিল এবং কনস্ট্যান্টি- নোপল গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল ।

প্রশ্ন) ক্রুসেড কি ?
উত্তর= তুর্কিরা ১০৭৬ খ্রী ঃ খ্রীষ্টানদের পবিত্র স্থান জেরুজালেম দখল করলে তা পুনরূদ্ধার করার জন্য খ্রীষ্টান রাজ্যগুলি দীর্ঘকাল ব্যাপী এক অর্থ ও রক্তক্ষয়ী ঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল ।প্রায় ২০০ বছর ধরে চলা এই যুদ্ধকে বলা হয় ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ ।

প্রশ্ন) সামন্ততন্ত্র কাকে বলে ?
উত্তর= নবম ও দশম শতকে ভূমি নির্ভর অভিজাত ও সরকারী কর্মচারীরা এক ধরনের রাজনৈতিক,সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যা সমকালীন ইউরোপে পরিচিতি লাভ করেছিল সামন্ততন্ত্র নামে ।

প্রশ্ন) সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি কীভাবে হয় ?
উত্তর= সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, ইংরাজি Feudalism শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে ল্যাটিন ফিওডালিস Feodales এবং ফরাসি ফেওডালিতে Feodalite শব্দ দুটি থেকে ,যার বাংলা প্রতিশব্দ হল সামন্ততন্ত্র ।

প্রশ্ন) সামন্ততন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ ।
উত্তর= সামন্ততন্ত্রের দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল --(ক) অধিনস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর সামন্ত প্রভূদের আইনগত অধিকার স্থাপন ।(খ) বাজার নয়, লেবল মাত্র নিজের বা গ্রাম সমাজের প্রয়োজন অনুসারে পন্য উৎপাদন করা ।

প্রশ্ন) ইউরোপের ইতিহাসে ১৪৫৩ খ্রীঃ-এর গুরুত্ব কী ?
উত্তর= অটোমান তুর্কীদের হাতে ১৪৫৩ খ্রী ঃ কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে পূর্ব ইউরোপের বাইজানটাইন রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সমাজকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অবসান হয় । যার ফলশ্রুতিতে ইউরোপে জাতিকেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল ।

প্রশ্ন) পারপেচুয়্যাল পিস বলতে কি বোঝ ?
উত্তর= হ্যাপসবার্গ সম্রাট ১৪৭৪ খ্রী ঃ সুইস ক্যান্টনগুলির সংঘকে স্বাধীন হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে চুক্তি দ্বারা তাকে পারপেচুয়্যাল পিস বলা হয় । এর দ্বারা সুইসরা তত্ত্বগত দিক থেকে হ্যাপসবার্গ সামন্তীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পায় ।

প্রশ্ন) সামন্ততন্ত্রের পতনের কারন কি ?
উত্তর= সামন্ততন্ত্রের পতনের দুটি কারন হল --(ক) সমাজে লর্ড ও কৃষকদের মধ্যে অবস্থানজনিত কারনে তাদের মনে ক্ষোভ জন্মেছিল ।(খ) সমসামায়িক ক্রুসেড গুলি সামন্ততন্ত্রের পতনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিয়েছিল ।

প্রশ্ন) সামন্ততন্ত্রের অবদান কি ছিল ?
উত্তর= সামন্ততন্ত্রের অন্যতম অবদান এখানেই যে সামন্ততান্ত্রীক সীমানা প্রসারিত হওয়ায় আরো বেশি পরিমানে জমি আবাদযোগ্য করা সম্ভব হয়েছিল।তাছাড়া শস্য আঁচড়ানোর দন্ড, কাঁটাযুক্ত মই, ঘোড়ার লাগাম প্রভৃতির ব্যবহারের দ্বারা কৃষির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছিল ।

প্রশ্ন) সামন্ততন্ত্রের বিকাশ পর্ব উল্লেখ কর ।
উত্তর= সাধারন ভাবে মনে করা হয় নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কালপর্ব ছিল সামন্ততন্ত্রের বিকাশের যুগ ।মার্ক ব্লখ এবং গ্যানশফ দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালকে সামন্তপ্রথার শ্রেষ্ট যুগ বলে অভিহিত করেছেন ।

প্রশ্ন) পঞ্চদশ শতকের মধ্য ভাগ কি নতুন যুগ ?
উত্তর- ইউরোপের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতকের মধ্য ভাগ একটি গুরুত্বপূর্ন যুগের সূচনা করেছিল । আলোচ্য পর্বের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কার সমকালকে অতিক্রম করে আগামী প্রজন্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল ।এই অর্থে একে নতুন যুগ বলা যেতে পারে ।

প্রশ্ন) ইউরোপের ইতিহাসে মধ্য পঞ্চদশ শতকের গুরুত্ব কি ছিল ?
উত্তর= এত দিন পর্যন্ত ইউরোপ ভাবাদর্শ ও কারিগরি জ্ঞান আমদানী করত,কিন্তু আলোচ্য পর্বে ইউরোপ অর্জন করেছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি নেতৃত্ব।উপরন্তু এই যুগে আবিষ্কৃত আগ্নেয়াস্ত্র এক নতুন ও প্রলয়ংকারী রণনীতির উদ্ভাবন ঘটিয়ে ছিল।

প্রশ্ন) মধ্য পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয় সমাজ কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল ?
উত্তর= সমসাময়িক ইউরোপীয় সমাজ তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল,যথা --(ক)পোপ,কার্ডিনাল, বিশপ,এ্যাবট-দের নিয়ে গঠিত যাজক শ্রেনী । (খ)সম্রাট, রাজা, ডিউক, কাউন্ট, নাইটদের নিয়ে গঠিত অভিজাত শ্রেনী ও (গ)শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, বণিক, সৈনিক কৃষক প্রমুখ সাধারন সম্প্রদায় ।

প্রশ্ন) ছাপাখানা বা মুদ্রনযন্ত্র কি ?
উত্তর= মুদ্রাকর যে ছবি বা ভাষ্য ছাপতে চাইছেন তা একটা কাঠের ফলকের উপর উলটো করে খোদাই করে তাতে কালি মাখিয়ে কাগজের উপর ছেপে দিতেন, এই পদ্ধিতেই প্রথম গড়ে উঠেছিল ছাপাখানা বা মুদ্রনযন্ত্র ।

প্রশ্ন) মুদ্রনযন্ত্র কি ভাবে আবিষ্কৃত হয় ?
উত্তর= যোহান গুটেনবার্গ, পিটার শোফার ও যোহান ফাস্ট মেইঞ্জ শহরে (ছবি আঁকার তেল ও রঙের তেল মিশিয়ে তৈরী)বিশেষ এক ধরনের কালি, কাগজে কালির ছাপ লাগাবার ছাপযন্ত্র ও ধাতুর হরফের সাহায্যে প্রথম গড়ে তুলেছিলেন ছাপাখানা বা মুদ্রনযন্ত্র ।

প্রশ্ন) ছাপাখানা আবিষ্কারের গুরুত্ব কি ছিল ?
উত্তর= মধ্য পঞ্চদশ শতকে মেইঞ্জ-এর কারিগরদের হাতে যে মুদ্রনযন্ত্র তৈরী হয়েছিল, পরবর্তী ৩০০শত বছরে তাতে আর কোন রকম হাত দিতে হয়নি এবং তৈরী করা যায়নি তার চেয়ে উন্নততর যন্ত্র।এর গুরুত্ব সুপ্রাচীনকালে হাতে লেখা পুঁথি ও আদুনিক কমপিউটারের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রশ্ন) বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কাকে বলে ?
উত্তর= পিথাগোরাসের গনিত,ইউক্লিডের জ্যামিতি,প্লেটোর বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা,আর্কিমিডিসের সূত্র প্রভৃতি নিয়ে যে বিজ্ঞানের জগত তৈরী হয়েছিল তাতে মানুষ যুক্তির আলোকে নতুন নতুন প্রশ্ন করতে শিখেছিল ।পর্যবেক্ষন,পরীক্ষন ও গানিতিক ব্যাখ্যার এই চিন্তা-ভাবনাকে বলে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব।

প্রশ্ন) বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কি ছিল ?
উত্তর= বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ককে অনেকেই স্বীকার করেছেন ।বহু ক্ষেত্রেই বুদ্ধিজীবীরা ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে প্রয়াসি হয়েছিলেন ।এমন কি বৈজ্ঞানিক গবেষনা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমান করতে পারে বলে মনে করা হত ।

প্রশ্ন) এ্যারিষ্টটল কে ছিলেন ?
উত্তর= মহাকাশ চর্চায় এ্যারিষ্টটল একটি বিশেষ ধারনার জন্ম দিয়ে ছিলেন ।তিনি দেখিয়েছেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং তাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সূর্য ও নক্ষত্র ঘুরছে ।আর এসবই সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী ।

প্রশ্ন) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন আবিষ্কার গুলি কি কি ?
উত্তর= মধ্য পঞ্চদশ শতকে সৌর জগৎ ,গ্রহ-নক্ষত্র,শরীর বিজ্ঞান ,চিকিৎসা শাস্ত্র, মধ্যাকর্ষন শক্তি,স্থলপথ ও জলপথের সন্ধ্যন, দিক নির্নায়ক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল।দুরবীক্ষনযন্ত্র ,দোলকের সূত্র, পতনশীল বস্তুর সূত্র, গতিসূত্র,কনাবাদ,ক্যালকুলাস প্রভৃতি ছিল এই পর্বের গুরুত্বপূর্ন আবিষ্কার।

প্রশ্ন) নিউটন কে ছিলেন ?
উত্তর= স্যার আইজাক নিউটন ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যিনি মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন ।এছাড়াও তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ন ছিল আলোকের গতি সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব কনাবাদ, ক্যালকুলাস, বীজগনিতের একটি সূত্র ও গতিসূত্র ।তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল Principia ।

প্রশ্ন) লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি কে ছিলেন ?
উত্তর= মধ্যযুগীয় কুসংস্কার দূরীকরনে ও আধুনিকতায় উত্তরনে লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি ছিলেন এক বিশেষ ব্যাক্তিত্ব ।তাঁর Note Bookথেকে মানবদেহ, অসংখ্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় ।

প্রশ্ন) কোপারনিকাস কে ছিলেন ?
উত্তর= পোল্যান্ডের অধিবাসী নিকোলাস কোপারনিকাস দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে আবিষ্কার করেছিলেন যে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী তার অক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিন করছে ।তার এই বক্তব্য ছিল বাইবেলের বিশ্বতত্ত্বের বিরোধী ।

প্রশ্ন) গ্যালিলিও কে ছিলেন ?
উত্তর= ইতালির গ্যালিলিও গ্যালিলি উন্নত দুরবীক্ষন যন্ত্রের আবিষ্কার করেন এবং তার মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষন করে কোপারনিকাসের বক্তব্যকে সমর্থন করেন ।ক্যাথলিক চার্চ তাঁর মতবাদকে নসাৎ এবং তাকে বন্দি করে।পরে অবশ্য ভুল স্বীকর করে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় ।

প্রশ্ন) ব্রুনো কে ছিলেন ?
উত্তর= ডোমিনিকান সন্ন্যাসী জিওরদানো ব্রুনো কোপারনিকাসের বক্তব্যকে সমর্থন এবং বস্তুজগত পরমানু দ্বারা গঠিত-এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন । এই বৈপ্লবিক ও ধর্মতত্ত্ব বিরোধী মত প্রচারের জন্য তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করা হয় ।

প্রশ্ন) কেপলার কে ছিলেন ?

উত্তর= জার্মান বিজ্ঞানী জোহান কেপলার কোপারনিকাসের তত্ত্বকে আরও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন ।তিনি গ্রহগুলির আবর্তন সম্পর্কে ৩টি নতুন সূত্র প্রকাশ করেছিলেন । জ্যোর্তিবিজ্ঞান ছাড়াও আলোক বিজ্ঞানে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন ।

প্রশ্ন) ভৌগোলিক আবিষ্কারের মূল কারন কি ছিল ?
উত্তর= পরতুগাল, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির ভৌগোলিক আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল বানিজ্য বিস্তার,সোনা-রুপো সংগ্রহ, বস্তি স্থাপন ও নানা প্রকার লাভজনক ফসলের চাষের সম্পরসারন এবং ধর্মপ্রচারের বাসনা ।

প্রশ্ন) ভৌগোলিক অভিযানে রাজকুমার হেনরীর ভুমিকা কি ছিল ?
উত্তর= নাবিকদের প্রশিনের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন,ভৌগোলিক অভিযানে প্রেরনা সঞ্চারে পরতুগালের রাজকুমার হেনরী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন । তার প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষন কেন্দ্রে পন্ডিত, বিজ্ঞানী , মানচিত্র প্রস্তুতকারক, গনিতজ্ঞ ও নাবিক যুক্ত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন) অলকাকোভাসের সন্ধি কি ?
উত্তর= ১৪৮০ খ্রী ঃ স্পেন ও পরতুগালের মধ্যে স্বাক্ষরিত অলকাকোভাসের সন্ধি ছিল সামুদ্রিক সাম্রাজ্য নিয়ে ইউরোপীয়দের প্রথম চুক্তি ।এর দ্বারা পরতুগিজদের বানিজ্যের একচেটিয়া অধিকার,পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে বস্তি স্থাপন ও অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছিল ।

প্রশ্ন) এ্যাসিয়ান্তো কি ?
উত্তর= যে চুক্তি দ্বারা স্পেনের রাজা আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশ গুলিতে দাস সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার কোন ব্যক্তি বা দেশকে দিতেন তা এ্যাসিয়েন্তো দা নেপ্রোস নামে পরিচিত ছিল । ১৫১৭ খ্রী ঃ এই চুক্তির প্রচলন হয় ।

প্রশ্ন) ইনটার ক্যাটেরিয়া বুল কি ?
উত্তর= যে নির্দেশ দ্বারা স্পেনীয় পোপ ষষ্ট আলেকজান্ডার স্পেনের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য ১৪৯৩ খ্রী ঃ ৩৮ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা বরাবর পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে ভাগ করে পশ্চমে স্পেন এবং পূর্বে পরতুগালের ধোগ দখলের অধিকার দান করেন তাকে ইনটার ক্যাটেরিয়া বুল বলে ।

প্রশ্ন) ১৬৫১ খ্রী ঃ নেভিগেশন আইনে কি বলা হয় ?
উত্তর= ১৬৫১ খ্রী ঃ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রনীত নেভিগেশন আইনে বলা হয় যে ইংল্যান্ড বা তার উপনিবেশে কেবল মাত্র ইংল্যান্ডের জাহাজ দ্বারাই আমদানি রপ্তানী করা যাবে ।এর ফলে ডাচ পরিবহন বানিজ্যে আঘাত পড়ে ।

প্রশ্ন) ভৌগোলিক আবিষ্কার বানিজ্যের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আনে ?
উত্তর= আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে নতুন বানিজ্যপথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বানিজ্য কেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটে ।এর ফলে ভূ-মধ্যসাগরীয় নগর গুলির বানিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং এ্যান্টওয়ার্প ,আমস্টারডাম বন্দরগুলি গুরুত্ব লাভ করে ।

প্রশ্ন) কলম্বাস কে ছিলেন ?
উত্তর= ইতালীয় নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস সর্ব প্রথম আমেরিকা ভূ-খন্ডে এসেছিলেন, যাকে তিনি ভারত মনে করেন । তিনি ত্রিনিদাদ, সান্টা ডোমিনিগো, কিউবা, হাইতি, নিকারগুয়া, কোস্টারিকা আবিষ্কার করেছিলেন ।

প্রশ্ন) ইনকুইসটাডের কাদের বলা হত ?
উত্তর= আবিষ্কৃত নতুন দেশগুলির আর্থিক সম্পদের কাহিনী দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ১৬ শতকে প্রচুর স্পেনীয় লুন্ঠনকারী আমেরিকা মহাদেশে হানা দেয়।এরা বিস্তীর্ন অঞ্চলে স্পেনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল তাই তাদের ইনকুইসটাডের বলা হয় ।

প্রশ্ন) পরটুগিজ কর্তৃক সিউটা অধিকারের গুরুত্ব কী ?
উত্তর= ১৪১৫ খ্রী ঃ পরটুগিজ কর্তৃক সিউটা অধিকারের দ্বারা সুচনা হয়েছিল এক নব ভৌগোলিক আবিষ্কার ও সামুদ্রিক অভিযান পর্বের ।এর ফলে ভাস্কো-দ্য-গামা ভারতে যাওয়ার জলপথ ও কলম্বাস কর্তৃক নতুনবিশ্ব (আমেরিকা) আবিষ্কৃত হয় ।

প্রশ্ন) ব্ল্যাক ডেথ কী ?
উত্তর= বিউমনিক প্লেগকে ব্ল্যাক ডেথ বলা হত, কারন এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের রং কালো হয়ে যেত ।১৩৪৭-৫১ খ্রী ঃ ইউরোপে এই রোগ মহামারীর সৃষ্টি করেছিল । পরবর্তীকালেও এই রোগে মহামারী দেখা দিয়েছিল ।

প্রশ্ন) কলম্বাস কর্তৃক আমেরিক আবিষ্কারের গুরুত্ব কী ?
উত্তর= কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে শুরু হয়েছিল জমি,সোনা,রুপো ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ,মৎসশিকারের উদ্দেশ্যে একটি নতুন মহাদেশের বিস্তীর্ন অঞ্চলে ইউরোপীয় জাতিসমূহের অভিযান, যাতে অংশ নিয়েছিল স্পেন, পরটুগাল, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ।

প্রশ্ন) দ্বিতীয় ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধের কারন কী ?
উত্তর= নেভিগেশন আইনে বলা হয় ইংরেজ উপনিবেশে কোন ডাচ বনিক বা তার প্রতিনিধি বাস করতে পারবেনা । এই আইনকে কার্যকর করা নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ।